২/৭/২০০১

ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ঢা.বি বাজেট : বেতন খাতেই সিংহভাগ ব্যয়

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সিংহভাগই ব্যয় করা হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন খাতে। ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষা সহায়ক খাতে বরাদ্দের পরিমাণ একেবারেই নগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিনিয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের করে গড়ে তোলার কথা বললেও বাজেটে তার প্রতিফলন তেমন থাকে না বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৮ বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হলেও ছাত্রছাত্রীদের পেছনে ব্যয় করা হয় বাজেটের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ।

১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন খাতে মোট বাজেটের শতকরা ৬৩ দশমিক ৫৪ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এই খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা। অন্যদিকে শিক্ষা সহায়ক খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ শতকরা বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৬ দশমিক ১৬ শতাংশ। গবেষণা খাতে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৮৫ লাখ ১৫ হাজার টাকা অর্থাৎ ১ দশমিক ৬০ শতাংশ। ঐ বছর বাজেটে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫৩ কোটি ৫ লাখ ৮৯ হাজার টাকা।

২০০১-২০০২ অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে শিক্ষক-কর্মচারিদের বেতন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৬৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা অর্থাৎ ৭২ দশমিক ২৬ শতাংশ। বাজেটের মোট পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এ বছর শিক্ষা সহায়ক খাতে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ৩ দশমিক ২৯ শতাংশ কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা সহায়ক খাতে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১১ কোটি ৬৯ লাখ অর্থাৎ ১৩ দশমিক ৩২ শতাংশ।

গবেষণা খাতে ৮ বছর আগে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে ৮৫ লাখ ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এই বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৭৫ লাখ। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পে ২৫ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও এই প্রকল্পে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বিগত ৮ বছরের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছাত্রদের সহায়ক খাতে ও গবেষণা খাতে প্রতি বছর বরাদ্দের পরিমাণ কমানো হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন খাতে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২৫ হাজার থেকে বেড়ে বর্তমানে ৩০ হাজার হলেও বাজেটে ছাত্রদের খাতে বরাদ্দ বাড়েনি বরং কমেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজটমুক্ত ঘোষণা করলেও দেখা যাচ্ছে বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে সেশনজট নিরসন খাতে ৫০ লাখ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাজেটে এমন কিছু কিছু খাতে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যেসব খাত থেকে ছাত্ররা তেমন কোনো উপকার পায় না। এক্ষেত্রে প্রতিটি হলের জন্য বইকেনা এবং ডাকসু খাতের কথা উল্লেখ করা যায়। গত ১০ বছরে ডাকসু নির্বাচন না হলেও ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ডাকসু খাতে ১২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়।

১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১, ২০০১-২০০২ অর্থবছরে শিক্ষার মান উন্নয়ন খাতে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও দেখা যায় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি অনুষদ এবং ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৫৭ জন শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। এর মধ্যে ইমি: প্রফেসর পদে ৭ জন, অধ্যাপক পদে ২৯, সহযোগী অধ্যাপক পদে ২৭ জন, সহকারী অধ্যাপক পদে ৫৭ জন এবং লেকচারার পদে ৩৭ জনের পদ শূন্য রয়েছে। দেখা যায়, বিগত বছরগুলোতে মূল বাজেটে শিক্ষা সহায়ক খাতে, গবেষণা খাতে যা বরাদ্দ দেওয়া হয় সংশোধিত বাজেটে সে বরাদ্দ কমিয়ে অন্য খাতে খরচ করা হয়।

২০০০-২০০১ অর্থবছরে মূল বাজেটে শিক্ষা সহায়ক খাতে ১০ কোটি ৮৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও দেখা যায় সংশোধিত বাজেটে ঐ খাতে সব টাকা খরচ করা হয়নি। সংশোধিত বাজেটে উক্ত খাতে খরচের পরিমাণ দেখানো হয় ৯ কোটি ৮৮ লাখ টাকা।

বাজেটে সদ্য খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

বাজেটে ছাত্র এবং শিক্ষা সহায়ক খাতে কম বরাদ্দের কারণ জানতে চাওয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক আবুল হাশেম জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন তো না দিলে চলবে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছি। গবেষণা খাতে কম বরাদ্দের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষয়টি ঠিক নয়। এ বছর ভি-স্যাট স্থাপনের কাজে কয়েক লাখ টাকা খরচ করা হবে। এটি গবেষণা খাতের আওতায় পড়বে। সেশনজট নিরসন খাতে বাজেটে টাকা বরাদ্দ রাখার যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, সেশনজট পুরোপুরি নিরসন হয়নি। সে কারণে এ খাতে কিছু টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।